তারিখ ... 4 FEB ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কালের কণ্ঠ

শিক্ষকদের কোচিং ফাঁদ

কোচিং না করলে নম্বর কম, নিরুপায় শিক্ষার্থী-অভিভাবক

শরীফুল আলম সুমন ▷

রাত ৮টায় রাজধানীর মিরপুরের রূপনগর আবাসিক এলাকার ১২ নম্বর রোডের ৮ নম্বর বাসার সামনে দেখা গেল বড় ধরনের জটলা। পুরো সড়ক লোকেলোকারণ্য। কাছে গিয়ে জানা গেল এ সড়কে প্রতিদিনের চিত্র এটি। ওই বাসার নিচতলায় মনিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রভাতি শাখার ইংরেজি শিক্ষক সাইফুল্লাহ স্যারের কোচিং সেন্টার। বিভিন্ন ব্যাচে চার শতাধিক শিক্ষার্থী পড়ে সেখানে। পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের ইংরেজি পড়ান সাইফুল্লাহ স্যার, ফি নেন এক হাজার ২০০ টাকা। কোচিং করানোর জন্য তিনি বাড়ির নিচতলার ফ্ল্যাটটি ইতিমধ্যে কিনে নিয়েছেন বলেও জানা যায়। শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের আনাগোনায় সড়কে ভিড় লেগেই থাকে।

ওই দিন (গত রবিবার) কোচিং সেন্টারটির সামনে দাঁড়িয়ে কথা হয় অষ্টম শ্রেণির এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক সাইদা জামানের সঙ্গে। তিনি কালের কণ্ঠকে বলেন, 'স্যারের কাছে পরে এলে সিট পাওয়া যায় না। তাই বাচ্চাকে জানুয়ারি থেকেই দিয়ে দিয়েছি। স্কুলে তো পড়ালেখা হয় না। ক্লাসে ৭০টি বাচ্চা। টিচাররা ক্লাসে শুধু পড়া দেন, পড়া নেওয়ার তো সময়ই নেই তাঁদের। তাহলে পড়াটা বুঝিয়ে দেবে কে? তাই বাচ্চাকে কোচিংয়ে না দিয়ে তো উপায় নেই।'

দশম শ্রেণির আরেক শিক্ষার্থীর অভিভাবক রাশেদা আক্তার বলেন, 'কোচিং আর প্রাইভেট না পড়িয়ে কোনো উপায় নেই। এই সাইফুল্লাহ স্যারই যখন ক্লাস নেন তখন কী পড়ান? খালি পড়া দেন। তিনি যদি ক্লাসেই সব বুঝিয়ে দিতেন তাহলে তো আমাদের প্রাইভেট-কোচিং করাতে হতো না। তিনি ক্লাসে না পড়িয়ে বাচ্চাদের কোচিংয়ে আসতে বলেন। আমরাও বাধ্য হয়ে কোচিংয়ে দেই।'

রাত ৯টার দিকে সাইফুল্লাহ স্যারের কোচিং থেকে বেরিয়ে এলো একদল

একটি শিশুর পড়ালেখায় গড় মাসিক ব্যয়

দিনে ১৪ ঘণ্টা সময় ব্যয়
শুক্র-শনিবারেও ছুটি নেই

ব্যাহত হচ্ছে শিশুদের বিকাশ, শিথিল হচ্ছে পারিবারিক বন্ধন

ইংলিশ মিডিয়াম

স্কুলের ফি	: ১৬,২০০ টাকা
কোচিং	: ৩২,০০০
নাশতা	: ৩,০০০
যাতায়াত	: ১৭,০০০
মোট	: ৬৮,২০০

শিক্ষকের মাসিক আয়
৩০-৪০ লাখ টাকা

বাংলা মিডিয়াম

স্কুলের ফি	: ৬,০০০
কোচিং	: ২৫,০০০
যাতায়াত ও অন্যান্য	: ১৯,০০০
মোট	: ৫০,০০০

শিক্ষকের মাসিক আয়
৪-৫ লাখ টাকা

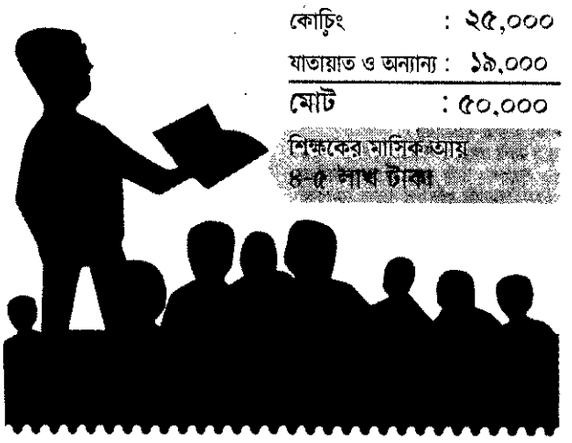

P.T.O